হাদীছ অস্বীকারকারীদের

সংশয় নিরসন

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ অস্বীকারকারীদের
সংশয় নিরসন
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

الرد علي شبهات منكري الحديث

تأليف: الدكتور أحمد عبد الله ثاقب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৩৭
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
E-mail : tahreek@ymail.com
www.hadeethfoundationbd.com

১ম প্রকাশ
শা'বান ১৪৪৩ হি./ফাল্গুন ১৪২৮ ব./মার্চ ২০২২ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
১০০ (একশত) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা ০৬

১ম পরিচ্ছেদ : তত্ত্বগত সমালোচনা ০৯-৬৪

সংশয়-১ : কুরআনই সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী ০৯

সংশয়-২ : আল্লাহ কেবল কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীছের নয় ১৭

সংশয়-৩ : হাদীছ আল্লাহ্‌র অহী নয় ২১

সংশয়-৪ : আল্লাহ কুরআন সহজ করেছেন ২৫

সংশয়-৫ : আল্লাহ্‌র বিধান তথা কুরআনই চূড়ান্ত ২৬

সংশয়-৬ : রাসূল (ছা.) কেবল কুরআনের প্রচারক ছিলেন ২৮

সংশয়-৭ : রাসূল (ছা.) হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন ৩০

সংশয়-৮ : হাদীছ অনেক দেরীতে সংকলন শুরু করা হয়েছিল ৪২

সংশয়-৯ : হাদীছের অর্থগত বর্ণনা (الرواية بالمعني) প্রমাণ করে যে, হাদীছ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি ৪৯

সংশয়-১০ : হাদীছ হুকুমগতভাবে যান্নী বা ধারণা নির্ভর। ৬১

২য় পরিচ্ছেদ : ইতিহাসগত সমালোচনা ৬৫-১০১

সংশয়-১ : হাদীছের সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত ৬৫

সংশয়-২ : হাদীছ হ'ল অনারবদের ষড়যন্ত্রের ফসল ৭৬

সংশয়-৩ : ছাহাবীগণ সকলেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন না ৭৮

সংশয়-৪ : সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) নির্ভরযোগ্য নন ৮৬

সংশয়-৫ : মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীছকে গুরুত্ব প্রদান করেন নি ৯৬

৩য় পরিচ্ছেদ : যুক্তিবাদী সমালোচনা ১০২-১৪৮

সংশয়-১ : রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য কেবল তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রযোজ্য ১০২

সংশয়-২ : হাদীছ প্রায়শই পরস্পরবিরোধী ১০৮

সংশয়-৩ : হাদীছ প্রায়শই বিবেক ও যুক্তিবিরোধী ১১৩
সংশয়-৪ : কুরআনবিরোধী হ'লে হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় ১২৬
সংশয়-৫ : হাদীছ ছহীহ-যঈফ নির্ণয় করা মুহাদ্দিছদের নিজস্ব ইজতিহাদী বিষয় ১৩৪

৪র্থ পরিচ্ছেদ : প্রাচ্যবাদী সমালোচনা ১৪৯-২০৬

সংশয়-১ : হাদীছ রাসূল (ছা.)-এর বাণী নয়; বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক আখ্যান মাত্র ১৫৬
সংশয়-২ : মুহাদ্দিছগণের হাদীছ যাচাই পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য ১৬৭
সংশয়-৩ : প্রথম হিজরী শতাব্দীতে হাদীছের কোন অস্তিত্ব ছিল না ১৭৮
সংশয়-৪ : হাদীছের ইসনাদ হ'ল বানোয়াট বস্তু ১৮৮
সংশয়-৫ : ইলমুর রিজাল শাস্ত্র মুহাদ্দিছদের নিজস্ব রচনা ২০৩
উপসংহার ২০৭

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার প্রতি
যাদের দেখানো পথ ধরে জ্ঞানচর্চার
আয়াসসাধ্য ময়দানে পদার্পন-

সেই সকল ওলামায়ে কেরামের প্রতি
যারা সুন্নাহ্‌র সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে
জীবন উৎসর্গ করেছেন-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা

ইসলামী শরী'আত ও জীবনব্যবস্থার বুনিয়াদী দুই উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, যা অহী হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। এ দু'টি উৎসের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যা ক্বিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। এই উৎসদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উৎস তথা পবিত্র কুরআন ইসলামী শরী'আতের সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন হেদায়াতবাণী। আর সুন্নাহ হ'ল কুরআনের এই মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা, যা রাসূলুল্লাহ (ছা.) কর্তৃক বর্ণিত এবং তাঁর কর্ম ও স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত পথনির্দেশিকা। এতদুভয়ের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম।

মুসলিম উম্মাহ প্রাথমিক যুগ থেকে এই দুই মূল উৎসের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সূত্র ধরে কিছু বিভ্রান্ত মতবাদপুষ্ট দল ও উপদলের জন্ম হয়। এদের মধ্যে একটি অংশ রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সুন্নাহকে অস্বীকারের প্রবণতা দেখিয়েছে। খারিজী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এই ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে। অতঃপর আধুনিক যুগেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism), উদারতাবাদ (Liberalism), আধুনিকতাবাদ (Modernism) কিংবা তথাকথিত মুক্তবুদ্ধি (Enlightenment)-এর নামে হাদীছ অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করেছেন। এদের কেউ রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেছেন, কেউ অংশবিশেষকে অস্বীকার করেছেন, আবার কেউ সরাসরি অস্বীকার না করলেও সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে বিগত শতাব্দীর শুরু থেকে প্রাচ্যবিদগণ ইসলামী আইনে হাদীছের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং হাদীছ শাস্ত্র প্রকৃতই রাসূল (ছা.)-এর বাণীর প্রতিনিধিত্বকারী কি না এবং এর উৎপত্তিকাল কখন- তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক উত্থাপন করেছেন। দুঃখজনক হ'ল প্রাচ্যবিদদের উপস্থাপিত এই বিতর্কে মুসলিম সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রাচ্যবাদী গবেষণার ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডন না করে বরং তাঁদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে নিজেদের আবদ্ধ করেছেন। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সিরীয় বিদ্বান ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ (১৯৬৪খ্রি.) বলেন, হাদীছ তাদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথে প্রধান বাধা। তাই তাঁদের ভিতরকার প্রবৃত্তিগত ইচ্ছার সাথে প্রাচ্যবাদী গবেষণার ফলাফল একবিন্দুতে মিলিত

হওয়ায় তাঁদের মস্তিষ্ক সেগুলো কোন প্রকার সমালোচনা ছাড়াই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।[১]

অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (ছা.)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির সংকলন হিসাবে হাদীছ ইসলামী শরী'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন মাজীদকে যথাযথভাবে হৃদয়াঙ্গম করা হাদীছ ব্যতীত অসম্ভব। কেননা পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে যেসব বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দান করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে রাসূল (ছা.)-এর জীবনাচরণ তথা হাদীছে। ফলে কুরআনের মৌলিক নীতিমালা সমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও সমান গুরুত্বের অধিকারী। এতদুভয়ের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়টিই আল্লাহ প্রেরিত অহী, যা শরী'আতের আহকাম নির্ণয়ে আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়। একজন মুসলমানের জন্য এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ ও আপত্তি থাকার অবকাশ নেই।

আধুনিক যুগে হাদীছবিরোধী প্রবণতা মূলত হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন থেকে শুরু হয়নি। বরং বিংশ শতাব্দীতে রচিত প্রাচ্যবিদদের লেখনীসমূহ পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী'আত বা আইনের উৎপত্তি কি কোন অহী বা প্রত্যাদেশিক উৎস থেকে গৃহীত, নাকি তৎকালীন আরবের পূর্ব থেকে প্রচলিত সামাজিক আইন-কানূন, রোমান আইন কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে আহরিত, সেটিই তাদের প্রধান গবেষণার বিষয়। বিশেষ করে মরু আরবের লোকেরা ইসলামের সান্নিধ্যে এসে হঠাৎ কীভাবে এত সুসংহত সামাজিক আইনী কাঠামো গড়ে তুলল-এটি তাদের কছে বড় বিস্ময়ের। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদদের ধারণা হ'ল, ইসলামী আইন কোন স্বতন্ত্র আইন কাঠামো নয় বরং তা হ'ল তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত এবং বহিরাগত আইন-কানূন সম্বলিত একটি মিশ্র আইন। এর সাথে কুরআন ও হাদীছের কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকলেও তা অতি সামান্য এবং অনুল্লেখ্য। তাদের অনেকের মতে, বর্বর ঘোড়সওয়ার বেদুইনরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ জয় করার পর রোমান বিচার-ব্যবস্থার নিপুণতা দেখে চমৎকৃত হয় এবং সেই আইনকে তারা নিজ দেশে নিয়ে আসে এবং স্থানীয় আইনের সাথে সমন্বয় করে নেয়। এভাবেই জন্ম হয় ইসলামী আইনের। স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী আইনের কোন ভিত্তি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তারা বিশেষত হাদীছ বা রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ ইসলামী আইনের দলীল নয়, তা প্রমাণের জন্য গবেষণা চালিয়েছেন।

অন্যদিকে আধুনিক যুগে যে সকল মুসলিম নামধারী ব্যক্তি হাদীছের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছেন তারা বস্তুত প্রাচ্যবিদদের ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। যদিও তাদের অস্বীকারের ধরন ভিন্নতর। তাদের মধ্যে নেহায়েৎ কম

---

১. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'ঈল ইসলামী* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ঐ (ভূমিকা)।

সংখ্যকই এমন রয়েছেন, যারা হাদীছশাস্ত্রকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। বরং তাদের অধিকাংশই মূলতঃ সংশয়বাদী। তাদের কারো সংশয় হল, হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি কিংবা মুহাদ্দিছদের হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ পদ্ধতি যথার্থ নয়। ফলে তারা মনে করেন, কোন হাদীছ যদি কুরআনের সাথে এবং বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবেই তা গ্রহণযোগ্য; অন্যথায় নয়। আবার কেউ মনে করেন যে, হাদীছ ইসলামের ঐতিহাসিক দলীলমাত্র, কিন্তু তা ইসলামী শরী'আতের কোন অংশ নয়। আবার কিছু আধুনিকতাবাদীর মতে, হাদীছ ইসলামী আইন হিসাবে প্রাথমিক যুগের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা তাদের মতে, ইসলামী আইন কোন অপরিবর্তনীয় আইন নয়, বরং যুগের সাথে সাথে পরিবর্তনযোগ্য।

প্রাচ্যবিদ ও আধুনিকতাবাদী হাদীছ অস্বীকারকারীদের উপরোক্ত ধারণা ও প্রচারণাসমূহ যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, বাস্তবতাবিবর্জিত এবং স্বার্থদুষ্ট, তা আমরা তাদেরই উত্থাপিত কিছু আপত্তি ও সমালোচনা খণ্ডনের মাধ্যমে অত্র গ্রন্থে স্পষ্ট করব ইনশাআল্লাহ। এটি মূলত মৎপ্রণীত পিএইচ-ডি গবেষণা থিসিসের সর্বশেষ অধ্যায়। শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শে এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ভাষাগত কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতঃ এটি পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে এতে আলোচনার পরম্পরাগত কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বইটি প্রকাশে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন বিশেষতঃ নিত্য শুভার্থী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ড. নূরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব প্রমুখের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। সেই সাথে হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনা বিভাগকেও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন। বইটিতে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রমাদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে লেখককে জানানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ রইল। বইটি যদি কোন একজন পাঠকেরও উপকারে আসে, তবুও আমাদের পরিশ্রমকে স্বার্থক মনে করব।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাতের প্রতিরক্ষায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু উপকারী ইলম হিসাবে কবুল করে নিন এবং কাল কেয়ামতের ময়দানে আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা করে দিন। আমীন!

বিনীত
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
নওদাপাড়া, রাজশাহী
২১.১১.২০২১ইং